যুগান্তর
THE DAILY JUGANTOR
বুধবার ১৮ জানুয়ারি ২০১২

ঝুট রফতানি বন্ধ না করার ফাঁকফোকর খুঁজছে অসাধু চক্র

মূল হোতা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা

যুগান্তর রিপোর্ট

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কয়েকজন অসৎ কর্মকর্তার কারণে ঝুট রফতানি বন্ধ হচ্ছে না। জানা গেছে, ঝুট রফতানি যাতে বন্ধ না হয় সেজন্য একটি চক্র উঠেপড়ে লেগেছে। এদের মূল হোতা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (রফতানি) মনোজ কুমার রায়। তিনি একটি স্বার্থান্বেষী কুচক্রী মহলের কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের অনৈতিক সুবিধা গ্রহণ করে ঝুট রফতানিকারকদের পক্ষাবলম্বন করছেন, ঝুট রফতানি বন্ধে অহেতুক কালক্ষেপণ করছেন এবং নানা রকম ফাঁকফোকর খুঁজে ঝুট রফতানি বহাল রাখার অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছেন। এ চক্রের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ট্যারিফ কমিশন, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ইপিবির একটি অংশ, বিজিএমইএ-বিকেএমইএ'র কিছু কর্মকর্তা। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, স্থানীয় শিল্পে ঝুট ব্যবহার করা হলে ২৭০০ শতাংশ বেশি ভ্যালু এডিশন করা যায়। কিন্তু রফতানি বন্ধ না করে দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠান ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়া হচ্ছে। শুধু তাই নয়, ঝুট রফতানির নামে চলছে মাফিয়া তৎপরতা, হেরোইনসহ নানা ধরনের মাদক ও সোনা চোরাচালান। এর ফলে দেশীয় বস্ত্র খাতের সর্বনাশ ডেকে আনা হচ্ছে। একটি গবেষণায় জানা গেছে, ঝুট রফতানি বন্ধ না হওয়ায় গার্মেন্টিস ঝুটভিত্তিক দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো ধীরে ধীরে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

ফলে এর নেতিবাচক প্রভাবে একদিকে বাড়ছে বেকারের সংখ্যা, অপরদিকে হুমকির মুখে পড়েছে বড় অংকের বিনিয়োগ। এতে দেশের অর্থনীতি ক্রমেই ঝুঁকির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। পরিসংখ্যান ব্যুরোর সর্বশেষ জরিপ অনুসারে, তিন বছর আগের সাড়ে ৪ শতাংশ থেকে বেকারত্ব বেড়ে ৫ দশমিক ১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। একই সময়ে আধা বেকারত্বের হারও বেড়েছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এ পরিস্থিতি অব্যাহত থাকলে সামনে বড় রকমের সামাজিক অস্থিরতা সৃষ্টি হতে পারে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রের দাবি, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের একজন যুগ্ম সচিবের কারণে গার্মেন্টিস ঝুট রফতানি বন্ধ হচ্ছে না। দুর্নীতিবাজ ওই কর্মকর্তা এবং একাধিক মাফিয়া চক্রের কারসাজিতে মাসের পর মাস ঝুলে রয়েছে গার্মেন্টিস ঝুট রফতানি বন্ধের বিষয়টি। যদিও দেশের অর্থনীতিকে চাপমুক্ত রাখতে ঝুট রফতানি বন্ধ করা জরুরি। অপর একটি সূত্রের দাবি, সরকার ঝুট রফতানির বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে আমলে না নেয়ার কারণে দেশীয় শিল্পের জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ ওই রফতানি কার্যক্রম চলছেই। এ কারণে কাঁচামালের অভাবে মুখ থুবড়ে পড়েছে ঝুটের ওপর নির্ভরশীল স্থানীয় বস্ত্র খাত। সোমবার বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত বৈঠকে ঝুট রফতানি বন্ধের বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত না হওয়ায় হতাশা প্রকাশ করেছেন এ খাতের উদ্যোক্তারা।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, শুধু বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ওই কর্মকর্তাই নয়, গার্মেন্টিস ঝুট রফতানি বন্ধের লক্ষ্যে গঠিত কমিটি স্বার্থান্বেষী কুচক্রী মহলের খপ্পরে পড়েছে। এ সিন্ডিকেট দেশের স্বার্থ বিবেচনা না করে শুধু নিজেদের স্বার্থরক্ষা ও আখের গোছানোর লক্ষ্যে ঝুট রফতানি বন্ধের সিদ্ধান্ত নিচ্ছে না। এদিকে সম্প্রতি সরকারি একটি গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিবেদন উল্লেখ করা হয়েছে, সাড়ে নয় হাজার সন্ত্রাসী সারাদেশের গার্মেন্টিস ঝুট ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করছে। এদের অধিকাংশই বিভিন্ন থানার তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসী। সূত্র মতে, ওই মাফিয়া চক্রের সঙ্গেই একাট্টা হয়েছে সংশ্লিষ্ট সরকারি দফতরের দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা ও বিজিএমইএ-বিকেএমইএ'র কিছু অসাধু নেতা। তাদের কারসাজিতেই ঝুট রফতানি এখনও বন্ধ হচ্ছে না। এমনকি সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী ফারুক খানের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। অনেকেরই অভিযোগ, সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রীই বিষয়টি নিয়ে অহেতুক কালক্ষেপণ করতে ট্যারিফ কমিশনে পাঠিয়েছিলেন। আর ট্যারিফ কমিশন তিন মাস কালক্ষেপণ করে কয়েকদিন আগে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে একটি দায়সারা রিপোর্ট পেশ করেছে বলে জানা গেছে। উদ্যোক্তারা জানান, দীর্ঘদিন ধরেই স্থানীয় বস্ত্র উদ্যোক্তারা ঝুট রফতানি বন্ধের জোর দাবি জানাচ্ছেন। বস্ত্র উদ্যোক্তাদের সংগঠন বিটিএমএ থেকেও এরই মধ্যে ঝুট রফতানি বন্ধের দাবি পেশ করা হয়েছে। কিন্তু এ নিয়ে সরকারি পর্যায়ে অহেতুক সময়ক্ষেপণ চলছেই। সর্বশেষ ট্যারিফ কমিশনের কমিটি গঠনের নাম করে আরও সময়ক্ষেপণের বিষয়টি সবার চোখে পড়েছে। গত বছর ১৯ সেপ্টেম্বর গার্মেন্টিস ঝুট রফতানি বন্ধের বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে ট্যারিফ কমিশন থেকে ওই কমিটি গঠন করা হয়। স্থানীয় উদ্যোক্তাদের মতে, বাংলাদেশ থেকে বিপুল পরিমাণে ঝুট রফতানি হয়ে যাওয়ায় কাঁচামালের অভাবে কোনভাবেই টিকতে পারছে না ঝুটভিত্তিক দেশীয় শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলো। তাই দেশের স্বার্থে অবিলম্বে গার্মেন্টিস ঝুট রফতানি পুরোপুরি বন্ধ করতে হবে। তা না হলে স্থানীয় বস্ত্র খাতে আরও বিপর্যয়কর অবস্থার সৃষ্টি হবে। অর্থনীতিতেও এর বিরূপ প্রভাব পড়বে।

সংশ্লিষ্ট শিল্পোদ্যোক্তাদের মতে, গার্মেন্টিস ঝুট রফতানি বন্ধ না হওয়ায় ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছে ওই কাঁচামাল ব্যবহার করে গড়ে ওঠা দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো। অথচ দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা ও মাফিয়া চক্রের কারসাজিতে মাসের পর মাস ঝুলে রয়েছে গার্মেন্টিস ঝুট রফতানি বন্ধের বিষয়টি। দেশীয় শিল্পের জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ ওই রফতানি কার্যক্রম চলছেই। আর কাঁচামালের অভাবে মুখ থুবড়ে পড়েছে গার্মেন্টিস ঝুট ব্যবহার করে গড়ে ওঠা স্থানীয় বস্ত্র খাত। গার্মেন্টিস ঝুট রফতানির বিষয়টি মাসের পর মাস ধরে ঝুলিয়ে রেখে পরিকল্পিতভাবে দেশীয় বস্ত্র খাতের সর্বনাশ ডেকে আনা হচ্ছে। ঝুট রিসাইকেল করে মোটা সুতা তৈরি করা হয়, যা দিয়ে দেশে মোটা কাপড়, ডেনিম, বেডশিট, কম্বল, লুঙ্গি, শতরঞ্জি, পর্দা, তোয়ালের মতো নানা পণ্য তৈরি করা হয়। কিন্তু গার্মেন্টিস ঝুট দেদারসে রফতানি হয়ে যাওয়ায় বন্ধ হয়ে যাচ্ছে দেশীয় উৎপাদনমুখী শ্রমঘন সংশ্লিষ্ট শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলো। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, বাংলাদেশ থেকে বিপুল পরিমাণ গার্মেন্টিস ঝুট ভারত, ইউরোপ ও চীনে রফতানি হয়ে যাচ্ছে। বর্তমান বাজারমূল্যের চেয়ে অনেক বেশি দাম দিয়ে বাংলাদেশ থেকে ঝুট কিনে নিয়ে যাচ্ছে ওইসব দেশের আমদানিকারকরা। যাতে বাংলাদেশের বস্ত্র খাত গুরুত্বপূর্ণ ওই কাঁচামালটি না পায়। রফতানি দু'ভাবে হয়ে থাকে— সর্টেট ও আন-সর্টেট। সিংহভাগই হয় আন-সর্টেট প্রক্রিয়ায়।

যুগান্তর
THE DAILY JUGANTOR
বুধবার ১৮ জানুয়ারি ২০১২

বস্ত্র ও পোশাক শিল্প বোর্ড আইনের খসড়া চূড়ান্ত
আগামীকাল আন্তঃমন্ত্রণালয়ের বৈঠক

শাহনেওয়াজ

সব ধরনের বস্ত্র ও পোশাকজাত পণ্যের অভ্যন্তরীণ ও বহিঃবাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহায়তা ও সমন্বয় করাসহ প্রায় ২১টি কাজের দায়িত্ব নিয়ে তৈরি হচ্ছে 'বস্ত্র ও পোশাক শিল্প বোর্ড আইন'। এই বোর্ড বস্ত্রনীতি ও বস্ত্র খাতের পরিকল্পনা তৈরি করা থেকে শুরু করে সার্বিক বিষয়ে সহায়তা দেবে মন্ত্রণালয়কে। শুধু তাই নয়, সরকার যেসব বস্ত্র ও পোশাকজাত পণ্যের মূল্য নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন মনে করবে, সেসব ক্ষেত্রেও সুপারিশ করবে এই বোর্ড। আগামীকাল বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় এ আইনের খসড়া চূড়ান্ত করতে আন্তঃমন্ত্রণালয়ের সভা আহ্বান করা হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

সূত্রটি জানায়, বোর্ডের একটি নির্বাহী পরিষদ থাকবে যেখানে একজন নির্বাহী চেয়ারম্যান ও সর্বোচ্চ ৬ জন সদস্য থাকবে। নির্বাহী পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সরকার নিয়োগ দেবে। নির্বাহী পরিষদের সভা প্রতি মাসে কমপক্ষে একবার অনুষ্ঠিত হবে। এ ব্যাপারে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল একজন কর্মকর্তা জানান, বেসরকারি খাতে বস্ত্র শিল্প বিনিয়োগে উৎসাহ দিতে, বস্ত্র শিল্প স্থাপন ও বস্ত্র শিল্পজাত সামগ্রী বাজারজাত করার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা দেয়ার জন্য এ বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। আর এই বোর্ড তৈরি করতে আইন হচ্ছে।

জানা গেছে, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর সভাপতিত্বে ২৩ সদস্যের এই বোর্ড গঠন করা হবে। বোর্ডে যারা থাকছেন তারা হলেন— বিনিয়োগ বোর্ডের নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর, অর্থসচিব, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান, পররাষ্ট্র সচিব, বাণিজ্য সচিব, শিল্প সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সচিব, বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যান, রফতানি উন্নয়ন ব্যুরোর ভাইস চেয়ারম্যান, পরিবেশ অধিদফতরের মহাপরিচালক, এফবিসিসিআই'র সভাপতি, বিজিএমইএ'র সভাপতি, বিটিএমএ'র সভাপতি, বিকেএমইএ'র সভাপতিসহ আরও অন্যান্য অ্যাসোসিয়েশনের সংশ্লিষ্ট সভাপতি।

জানা গেছে, বোর্ড বস্ত্র শিল্প প্রতিষ্ঠা, সুতা বা কাপড়ের ব্যবহারের বিষয়ে অপচয় সংক্রান্ত নির্দেশ জারি করতে পারবে। বেসরকারি খাতে দ্রুত বস্ত্র শিল্পোন্নয়নে দেশী-বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগে আকর্ষণ বাড়ানো ও সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা প্রদানের সুপারিশ করবে। বিশেষ করে বেসরকারি খাতে বস্ত্র শিল্পে পুঁজি বিনিয়োগ সংক্রান্ত সরকারের নীতি বাস্তবায়ন, অবকাঠামোগত সুবিধা সৃষ্টি করা, রুগ্ন বস্ত্র শিল্প পুনর্বাসনের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে। এ ছাড়াও বেসরকারি খাতে গুরুত্বপূর্ণ নতুন বস্ত্র শিল্পে অর্থায়নের সহায়তার বিষয়টিও সুপারিশ করবে। পাশাপাশি পোশাকও বস্ত্র রফতানির ক্ষেত্রে ভিসা সংক্রান্ত জটিলতা নিরসন ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বস্ত্রজাত পণ্যের মেলার আয়োজন করবে।

প্রস্তাবিত আইনে বস্ত্র শিল্পের নিবন্ধীকরণ, আমদানির স্বত্ব নির্ধারণ, রয়্যালটি বা ফিস, অনুমোদিত ছাড়পত্রের ব্যাপারে বস্ত্র শিল্প কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব, পরিদর্শন, বস্ত্র শিল্প এলাকা ঘোষণা, কমিটি গঠন, ক্ষমতা অর্পণ, বিধি প্রণয়নের ক্ষমতাসহ আরও কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

জানা গেছে, এ আইনের অধীনে এক বা একাধিক এলাকাকে বস্ত্র শিল্প এলাকা হিসেবে ঘোষণা দিতে পারবে এই বোর্ড। বোর্ডের আয়-ব্যয় হবে বিভিন্ন ফিস আদায়ের মাধ্যমে। প্রত্যেক অর্থবছর শেষ হওয়ার দুই মাসের মধ্যে বোর্ড তার বছরের হিসাব বিবরণী ও আর্থিক বিবরণী তৈরি করবে। একই সঙ্গে নিবন্ধিত কোন চার্টার্ড অ্যাকাউনটেন্ট ফার্মের মাধ্যমে অডিট করে তা সরকারের কাছে পেশ করবে।

যুগান্তর
সত্যের সন্ধানে নির্ভীক THE DAILY JUGANTOR
বুধবার ১৮ জানুয়ারি ২০১২

শফিপুরে ডাইং কারখানার জরিমানা

যুগান্তর রিপোর্ট

গাজীপুরের শফিপুরে আনসার একাডেমির নিজস্ব লেক ও একই সঙ্গে তুরাগ নদী দূষণের দায়ে অবৈধভাবে পরিচালিত ডাইং কারখানা মাহমুদ ডেনিমস লিমিটেডের কাছ থেকে ৩৫ লাখ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। এছাড়া ১৫ দিনের মধ্যে ওই কারখানার বর্জ্য পরিশোধনাগারের ত্রুটি সংশোধন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মঙ্গলবার পরিবেশ অধিদফতরের এনফোর্সমেন্ট কমিটি এক অভিযান পরিচালনা করে জরিমানা আদায় পূর্বক ওই নির্দেশ দেন। পরিবেশ অধিদফতরের পরিচালক মোহাম্মদ মুনীর চৌধুরীর নেতৃত্বে গাজীপুর পরিবেশ অধিদফতর ও পুলিশের সহযোগিতায় ওই অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযানকালে কারখানার ইটিপি চললেও দুটি অবৈধপথে কারখানার দূষিত বর্জ্য নির্গমণের ঘটনা ধরা পড়ে। কারখানার ইটিপি থেকে নির্গত তরল বর্জ্য তাৎক্ষণিকভাবে রাসায়নিক পরীক্ষা করে দ্রবীভূত অক্সিজেন পাওয়া যায় মাত্র ০.৪ মিলিগ্রাম প্রতি লিটারে। যার আদর্শ মাত্রা ৪.৫ থেকে ৪.৮। পানিতে যে মাত্রায় অক্সিজেন রয়েছে তাতে কোন জলজ প্রাণী বাঁচতে পারে না।